দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 JUL 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
072

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে পবিত্রতা

আবহমান কাল থেকে শিক্ষাঙ্গন শিক্ষা ও জ্ঞানদাতা হিসাবে সমাজে পরিগণিত এবং শ্রদ্ধাষ্পদ হিসাবে মিলাদ মাহফিলে কি প্রত্যহ নামাজের মোনাজাতে পয়গম্বর-আওলিয়া, পিতা-মাতার সংগে ও ওস্তাদের জন্য দোয়া চাওয়া হয়। শিক্ষককুল চূড়ামণি, কবি গোলাম মোস্তফা বলেছেন—

পিতা গড়ে দেহ, শিক্ষক গড়ে মন
পিতা কি শিক্ষক বড়, বলবে কোন জন।

ছাত্ররা শিক্ষকদের হাতের গড়া পুতুল, যেমন গড়বেন তেমনি হবে। ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচ বছর স্কুলে সাময়িক পনরটি পরীক্ষা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা দিতে আসে। মানুষ অভ্যাসের দাস। স্কুলে নকলের সুযোগ পেয়েছে বলেই বোর্ড পরীক্ষায় নকল করে। আর স্কুলে লেখাপড়া হয়ে থাকলে নকল করবেই বা কেন? এর জবাব দিবেন শিক্ষকগণই।

স্কুলের হেডমাস্টারের ভূমিকা অসীম। কোন অবাধ্য এবং অযোগ্য ছাত্র হেডমাস্টারের হাত ছাড়া উত্তীর্ণ হতে পারে না। সোজা কথা ছাত্রদের লেখাপড়া ও নকলের জন্য হেডমাস্টারই দায়ী। বৃটিশ কি পাকিস্তান আমলে হেডমাস্টার ও শিক্ষকেরা শিক্ষার জন্য দায়ী, আর ম্যানেজিং কমিটি স্কুল পরিচালনার জন্য দায়ী ছিল। তখন স্কুল ছিল অভিভাবক তথা ছাত্রদের লেখাপড়ার স্বার্থেই, আর এখন স্কুল যেন মাস্টারদের বেনিফিটের স্বার্থে।

তখনকার দিনে বছরে স্কুলে দুইবার অভিভাবক সম্মেলন হতো, তারা স্কুলের লেখাপড়া সম্বন্দে মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন। এখন স্কুলের লেখাপড়া শিক্ষকদের মর্জির উপর নির্ভর করে।

বর্তমানে হেডমাস্টার পদাধিকার বলে ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী হওয়ায় সর্বেসর্বা হয়ে পড়েছেন। তাই বাইরে কাজ করে বেড়ান। ফলে শিক্ষকরাও পড়ান না। কাজেই স্কুলের লেখাপড়া চুলায় উঠেছে। প্রাইভেট টিউশনির বদৌলতে স্কুলের সাময়িকী পরীক্ষায় নকলের প্রতিযোগিতা চলছে এবং বোর্ড পরীক্ষা কেন্দ্রে তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

তাই নকল শোধন হেডমাস্টার ও স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর দায়িত্ব। এ ব্যাপারে প্রতিকারার্থে অনতিবিলম্বে অভিভাবক প্রতিনিধি সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্যানেজিং কমিটির হাতে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া উচিত। শিক্ষকদের বিনিফিটের বিল মঞ্জুরিতে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন রাখা উচিত।

অধিকন্তু সারা বাংলাদেশে কয়েক হাজার হেডমাস্টার ১৯৮৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় শিক্ষার পরিবেশ একেবারে হারিয়ে গেছে। হেডমাস্টার ও চেয়ারম্যান পদ উভয়ই সার্বক্ষণিক। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে সরকারের পদাধিকার বলে হেডমাস্টার সেক্রেটারী হওয়ার প্রথা রহিত এবং কোন হেডমাস্টার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে থাকলে তাঁকে স্কুল হতে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়া উচিত।

আর কোনক্রমেই স্কুল ম্যানেজিং কমিটি চেয়ারম্যান পদে উপজেলা চেয়ারম্যানের মত কোন রাজনীতিবিদকে আসীন করা উচিত নয়। কারণ একজন রাজনীতিবিদের সদা লক্ষ্য তার ভবিষ্যত রাজনীতি ক্ষেত্র গঠন করা নিরপেক্ষ নীতি নয়। স্থানীয় মস্তানদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে কিংবা কোন সালিসী আপোষের ভানে ভোটাভোটি না হয়ে ম্যানিজিং কমিটির নির্বাচন সরাসরি ভোটাভোটির মাধ্যমে হওয়া উচিত যেন অভিভাবকের মতামত সঠিকভাবে নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়।

সেক্রেটারী ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন শিক্ষা বিভাগের নিকট হতে শিক্ষা দরদী নমিনেশান পাওয়ার পরই সম্পন্ন হওয়া উচিত। আর ম্যানেজিং কমিটি চেয়ারম্যান কে হবেন সেটা বর্তমান সরকারের এখতিয়ার। তবে এখানে বলে রাখি— বর্তমানে টাকার মান আগের চেয়ে একশ' গুণ কমেছে। তাই ১৯৩০ সনের স্কুল বোর্ড মোতাবেক ৫০০/- টাকার স্থলে বর্তমানে ৫০ হাজার টাকা দাতা সদস্য হওয়ার মাপকাঠি হওয়া উচিত।

—ওয়ালি উল্লাহ, পাটোয়ারী